প্রথম আলো

তারিখ ... 19 AUG 2013 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ইংরেজির প্রশ্নকাঠামোয় পরিবর্তন
চারুকলায় পরীক্ষার সময় বাড়ল

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

অষ্টম শ্রেণীর জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) পরীক্ষার ইংরেজি প্রথম পত্রের প্রশ্নকাঠামোয় পরিবর্তন আনা হয়েছে। এ বিষয়ে আগে যেখানে তিনটি 'প্যাসেজ' থেকে উত্তর দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছিল, সেটি পরিবর্তন করে এখন দুটি প্যাসেজ থেকে উত্তর দিতে হবে। এর মধ্যে একটি 'প্যাসেজ' থাকবে বইয়ের ভেতর থেকে এবং একটি বইয়ের বাইরে থেকে। আগের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তিনটি প্যাসেজই বইয়ের বাইরে থেকে দেওয়ার সিদ্ধান্ত ছিল।

প্যাসেজের ক্ষেত্রে মোট নম্বর আগের মতো রেখে দুটির মধ্যে কোনটিতে কত নম্বর রাখা হবে, সেটি শিগগির জানিয়ে দেওয়া হবে। এ ছাড়া চারু ও কারুকলা বিষয়ে পরীক্ষার সময় আধা ঘণ্টা বাড়ানো হয়েছে। আগে ৫০ নম্বরের এ বিষয়ের পরীক্ষার সময় ছিল দুই ঘণ্টা, এখন হবে আড়াই ঘণ্টা।

গতকাল রোববার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত জাতীয় শিক্ষাক্রম সমন্বয় কমিটির (এনসিসিসি) সভায় এ সিদ্ধান্ত হয়েছে। সভা শেষে কমিটির সভাপতি ও শিক্ষাসচিব কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী সাংবাদিকদের এ কথা জানান। সচিব বলেন, বিশেষজ্ঞদের মতামত নিয়ে এ সিদ্ধান্ত হয়েছে।

গত ১৫ জুলাই *প্রথম আলোয়* 'জেএসসি পরীক্ষা নিয়ে নম্বর বিভাজনে পরিবর্তন, কঠিন প্রশ্নকাঠামো, ফল বিপর্যয়ের আশঙ্কা' শীর্ষক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়।

তবে শিক্ষাবোর্ড, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের দাবি থাকলেও জেএসসিতে গণিতের নম্বর পুনর্বণ্টন করা হয়নি। আগের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১০০ নম্বরের গণিতের পাটিগণিত অংশে ২৪, বীজগণিতে ৩০, জ্যামিতিতে ৩৬ এবং পরিসংখ্যান অংশে ১০ নম্বরই রাখা হয়েছে।

শিক্ষা বোর্ডের পক্ষ থেকে আশঙ্কা প্রকাশ করে বলা হয়েছিল, জ্যামিতিতে যেহেতু নম্বর বেশি পাওয়া যায় না, তাই আগের বছরের তুলনায় জ্যামিতিতে প্রশ্নের নম্বর বাড়ানোর ফলে জেএসসিতে ফল বিপর্যয় হবে। বিশেষ করে জিপিএ-৫ কমে যাবে। এ জন্য ইংরেজি, চারু ও কারুকলা এবং শারীরিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ের সমস্যার পাশাপাশি গণিতের সমস্যা সমাধানে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের

জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) পরীক্ষা

- ■ ইংরেজিতে এখন দুটি প্যাসেজ থেকে উত্তর দিতে হবে। এর মধ্যে একটি 'প্যাসেজ' থাকবে বইয়ের ভেতর থেকে এবং অন্যটি বাইরে থেকে
- ■ চারু ও কারুকলা পরীক্ষার সময় আধা ঘণ্টা বাড়ানো হয়েছে

(এনসিটিবি) কাছে লিখিত প্রস্তাব দিয়েছিল সবগুলো বোর্ডের সংগঠন আন্তশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় সাব কমিটি। কিন্তু গণিতে কোনো পরিবর্তন আনেনি এনসিসিসি। এ বিষয়ে শিক্ষাসচিব বলেন, সভায় গণিতের বিশেষজ্ঞরাও উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের মতামত অনুযায়ী গণিতে পরিবর্তন আনা হয়নি।

এ বিষয়ে আন্তবোর্ড সমন্বয় সাব কমিটি ও ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের

এরপর পৃষ্ঠা ১৪ কলাম ১

পরীক্ষার সময় বাড়ল

শেষ পৃষ্ঠার পর

চেয়ারম্যান তাসলিমা বেগম *প্রথম আলোকে* বলেন, 'যেহেতু আগের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ক্লাস নেওয়া হয়ে গেছে, সময়ও অনেক চলে গেছে তাই আমরা বিষয়টি মেনে নিয়েছি।'

সভায় উত্তরপত্র মূল্যায়নে চারু ও কারুকলা বিষয়ের শিক্ষক সংকট মোকাবিলায় প্রশিক্ষণের ওপর জোর দেওয়া হয়। এ বিষয়ে সচিব বলেন, এ বিষয়ে মাস্টার ট্রেইনার প্রায় ৬০০ শিক্ষক আছেন। তাঁদের মাধ্যমে চারু ও কারুকলা বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।'

উচ্চতর গণিতে ব্যবহারিক পরীক্ষা: সভায় সিদ্ধান্ত হয়, ২০১৫ সালের এসএসসি এবং ২০১৭ সালের এইচএসসি পরীক্ষা থেকে উচ্চতর গণিতে ২৫ নম্বরের ব্যবহারিক বিষয় চালু হবে। আর তত্ত্বীয় অংশে থাকবে ৭৫ নম্বর। বর্তমান সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উচ্চতর গণিতে সৃজনশীল অংশে ৬০ ও বহুনির্বাচনী অংশে ৪০ নম্বর রাখা হয়েছে। এ বিষয়ে শিক্ষাসচিব বলেন, বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, উচ্চতর গণিতে ব্যবহারিক বিষয় থাকা উচিত।

সভায় মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ফাহিমা খাতুন, এনসিটিবির চেয়ারম্যান শফিকুল ইসলাম, শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমানসহ বিষয়ভিত্তিক কয়েকজন বিশেষজ্ঞ উপস্থিত ছিলেন।